দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 02 JUL 1994
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ৭

46 47

ভুয়া পরীক্ষার্থী ॥ ধরা পড়িলেও শাস্তি হয় না

রেজানুর রহমান ॥ ভুয়া পরীক্ষার্থী সাজিয়া ডিগ্রী পরীক্ষা দেওয়ার সময় হাতে-নাতে ধরা পড়ায় পরও দোষী ব্যক্তির কোন শাস্তি হয় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মহলের সহিত একাধিকবার যোগাযোগ করিয়া ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের নিকট দোষী

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

ভুয়া পরীক্ষার্থী

(১ম পৃঃ পর)

ব্যক্তির শাস্তির দাবীতে আবেদন করিয়াছে।

১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে তিতুমীর কলেজ কেন্দ্রে ভুয়া পরীক্ষার্থী সাজিয়া ডিগ্রী পরীক্ষা দেওয়ার সময় এ, এন এম বাবুর আহম্মদ নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র ধরা পড়ে। বাবুরের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বাঞ্ছারামপুর থানাস্থ আকাকান্দা গ্রামে। সে মাদারীপুর জেলার শিবচর থানাস্থ কাচিকাটা গ্রামের শামীম আহমেদের নামে পরীক্ষা দিতেছিল। ১৫ই এপ্রিল পরীক্ষা কেন্দ্র হইতে বাবুরকে ভুয়া পরীক্ষার্থী হিসাবে সনাক্ত করিয়া গুলশান থানায় সোপর্দ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আইন অনুযায়ী ভুয়া পরীক্ষার্থী হিসাবে পরীক্ষা দেওয়ার অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি হইল ২ হইতে ৩ বছর কারাদণ্ড। ঘটনার মাসাধিককাল পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর খোঁজ নিয়া জানিতে পায় যে, বাবুর আহম্মেদকে পুলিশ ছাড়িয়া দিয়াছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের একজন কর্মকর্তা জানান, বাবুরকে গ্রেফতার করার পর দণ্ডবিধির ৪১৯ ধারা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইয়াছিল। অথচ তাহাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের নিকট প্রদত্ত আবেদন পত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর বলিয়াছে, বাবুর আহমেদের বিরুদ্ধে কোর্টে কোন মোকদ্দমা হইয়াছে কিনা তাহা আমাদের জানান হয় নাই। কোর্ট অথবা থানা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত কোন যোগাযোগও করা হয় নাই। বাবুরের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট কোন নোটিস, সমন, চিঠিপত্রও পৌছানো হয় নাই। অথচ থানা হইতে বলা হইতেছে বাদীর অনুপস্থিতির জন্য আসামীকে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে। আবেদনপত্রে পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষার স্বার্থে এই ব্যাপারে বিস্তারিত তদন্ত করিয়া দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান হয়।

এই ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শাহ হাবিবুর রহমানের সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি বলেন, বিষয়টি রহস্যজনক। নূতনভাবে তদন্ত শুরু হইলে চাঞ্চল্যকর তথ্য বাহির হইবে।